এভিয়ান ফ্লু মহামারী মোকাবেলায় উত্তর আমেরিকার নেতৃবৃন্দের প্রস্তুতি

শেরিল পেলেরিন
ইউএসইনফো স্টাফ রাইটার

ওয়াশিংটন, ২৭শে আগস্ট -- বিশ্বব্যাপী ১৯৪ জনের মৃত্যুসহ মোট ৩২১ ব্যক্তির মধ্যে এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা দেখা দেওয়ায় যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা এবং মেক্সিকো সম্প্রতি একটি পরিকল্পনা প্রকাশ করেছে। উত্তর আমেরিকায় মারাত্মক এই ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব দেখা দিলে এই তিন দেশ কিভাবে একসঙ্গে কাজ করবে তা এই পরিকল্পনায় বর্ণনা করা হয়েছে।

গত ২০-২১শে আগস্ট কানাডার কুইবেক রাজ্যের মন্টিবেলোতে অনুষ্ঠিত উত্তর আমেরিকার শীর্ষ নেতৃবৃন্দের এক সম্মেলনে প্রকাশিত এক যৌথ বিবৃতিতে প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ. বুশ, কানাডার প্রধানমন্ত্রী স্টিফেন হারপার এবং মেক্সিকোর প্রেসিডেন্ট ফেলিপ ক্যালডেরন 'এভিয়ান ও ইনফ্লুয়েঞ্জা মহামারী মোকাবেলায় উত্তর আমেরিকার পরিকল্পনা' সম্পন্ন হওয়ার ঘোষণা দেন।

এক বিবৃতিতে তারা বলেন, "দুর্দিনে প্রতিবেশীরাই একে অপরকে সহায়তা করে থাকে। আমাদের সরকারগুলো জরুরী ব্যবস্থাপনার সকল বিষয়ে একটি সাধারণ উপায় উদ্ভাবনের মাধ্যমে আরো ভালভাবে কোনো দুর্যোগ -- তা প্রাকৃতিকই হোক অথবা মনুষ্য সৃষ্টই হোক -- প্রতিরোধের উপায়, প্রস্তুতি গ্রহণ এবং তা মোকাবেলায় এক সাথে কাজ করেছে।

এই পরিকল্পনা ২০০৫ সালের মার্চ মাসে চালু হওয়া উত্তর আমেরিকার 'সিকিউরিটি এন্ড প্রসপারিটি পার্টনারশিপ (এসপিপি)' এর অংশ। বৃহত্তর সহযোগিতা এবং তথ্য বিনিময়ের মাধ্যমে কানাডা, মেক্সিকো এবং যুক্তরাষ্ট্রে নিরাপত্তা বাড়াতে এবং সমৃদ্ধি জোরদার করতে ত্রিদেশীয় এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

গত ২০০৬ সালের মার্চ মাসে মেক্সিকোর কানকুনে অনুষ্ঠিত এসপিপি'র শীর্ষ সম্মেলনে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রগুলোর নেতৃবৃন্দ এভিয়ান এবং মহামারী ফ্লু মোকাবেলায় ব্যবস্থা নিতে একটি সমন্বিত, পূর্ণাঙ্গ এবং বিজ্ঞান-ভিত্তিক 'উত্তর আমেরিকার কৌশল' প্রণয়নে অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

গত ২১শে আগস্ট পররাষ্ট্র দপ্তরের গণতন্ত্র ও আন্তর্জাতিক বিষয়ক আন্ডার সেক্রেটারী পলা ডব্রিয়ানস্কি ইউএসইনফোকে বলেন, "আরও দক্ষতার সাথে এবং কার্যকরভাবে উত্তর আমেরিকার এই তিনটি দেশকে মহামারী

ইনফ্লুয়েঞ্জার হুমকি থেকে রক্ষা করতে আমরা কিভাবে একত্রে কাজ করতে পারি এই পরিকল্পনা তার একটি উদাহরণ। যদি অসম্ভব নাও হয়, তবুও কাজটি আমাদের সবার ক্ষেত্রেই অনেক কষ্টসাধ্য হবে।"

জাতীয় সীমানা পেরিয়ে

৪৪ পৃষ্ঠার এই দলিলে জাতীয় জরুরী ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাসমূহ স্থান পেয়েছে এবং এটি সংশোধিত 'আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য নিয়ন্ত্রণ আইন'-সহ 'এভিয়ান ও মহামারী ইনফ্লুয়েঞ্জা মোকাবেলায় আন্তর্জাতিক অংশীদারিত্ব', 'বিশ্ব পশুস্বাস্থ্য সংস্থা' এবং 'বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা'-এর মূল নীতির উপর প্রণীত।

'আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য নিয়ন্ত্রণ আইন' হচ্ছে এক দেশ থেকে অন্য দেশে দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে পারে এ ধরনের হুমকি সৃষ্টিকারী রোগসমূহ প্রতিরোধে অধিকাংশ দেশ কর্তৃক গৃহীত আইনগতভাবে অবশ্য পালনীয় আইন।

এসব রোগের মধ্যে রয়েছে নতুন ধরণের মনুষ্য ফ্লু ভাইরাস দ্বারা সংক্রমণ যথা 'সিভিয়ার এ্যাকিউট রেস্পিরেটরী সিনড্রোম (সার্স)' যা গত ২০০২ সালের নভেম্বর থেকে ২০০৩ এর জুলাই এর মধ্যে মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়ে। জানা মতে, আট হাজারেরও বেশী মানুষ এই রোগে আক্রান্ত হয় এবং ৭৭৪ জন মারা যায়।

রাসায়নিক দ্রব্য ছড়িয়ে পড়া, ছিদ্র দিয়ে বের হয়ে আসা এবং তা পরিত্যক্ত হিসেবে ফেলে দেওয়া অথবা পারমাণবিক দুর্ঘটনাও মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য হুমকি হিসেবে দেখা দিতে পারে।

১৯৬৯ সালের পরিমার্জিত 'আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য নিয়ন্ত্রণ আইন'টি সর্বশেষ সংস্করণ হিসেবে ২০০৫ সালে পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করে। এতে শুধুমাত্র কলেরা, প্লেগ, পীতজ্বর এবং গুটি বসন্তের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এসব রোগের মধ্যে গুটি বসন্ত নির্মূল করা সম্ভব হয়েছে।

উত্তর আমেরিকা পরিকল্পনায় নিম্নলিখিত লক্ষ্যসমূহ অর্জনে একটি কাঠামো নির্ধারণ করা হয়েছে:

-- এভিয়ান ফ্লু'র প্রাদূর্ভাব নির্ণয়, প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ এবং তা জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়া প্রতিরোধ করা।

-- উত্তর আমেরিকায় মনুষ্য ফ্লু'র নব আগমন প্রতিরোধ করা অথবা কমিয়ে আনা।

-- অসুস্থতা এবং মৃত্যু কমিয়ে আনা।

--অর্থনীতি ও সমাজে অবকাঠামো টিকিয়ে রাখা এবং এই রোগের প্রভাব কমিয়ে আনা।

সমন্বিত কৌশল

প্রতিটি দেশের সাংগঠনিক জরুরী ব্যবস্থাপনা কাঠামো এবং তারা কিভাবে তাদের কর্মকান্ড সমন্বয় করবে -- এই পরিকল্পনায় সেসব বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে। প্রাণী এবং জনস্বাস্থ্যের বিষয়সমূহ ছাড়াও অবহিতকরণ (notification), নজরদারী (surveillance), মহামারী রোগতত্ত্ব (epidemiology), গবেষণাগারে চর্চ্চাসমূহ

(laboratory practices), টিকা ও এন্টি-ভাইরাল, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ (personnel), টিকা ও ঔষধের মজুদ, এবং জনস্বাস্থ্য বিষয়ক পদক্ষেপসমূহ সম্পর্কে এতে আলোচনা করা হয়েছে।

এছাড়া, বিমান ও সমুদ্র পরিবহন এবং স্থলসীমা অতিক্রমের ক্ষেত্রে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থাসহ সীমান্ত এবং পরিবহন সম্পর্কিত বিষয়সমূহও এতে স্থান পেয়েছে।

সম্পদ আহরণ, সমন্বিত সাড়া এবং অসুস্থতা ও মৃত্যু মোকাবেলায় মূল্যবান সময় ব্যয় করার মাধ্যমে এবং ত্রিদেশীয় সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণসহ বেশ কিছু ক্রমিক উদ্যোগের ফলে এই নতুন ধরনের ফ্লু'র বিস্তার কমিয়ে আনা যেতে পারে।

বিভিন্ন সেক্টরে আন্তঃনির্ভরতা এবং বাণিজ্য ধারাবাহিকতা পরিকল্পনার গুরুত্বকে স্বীকার করে নেয়া ছাড়াও এই পরিকল্পনা স্বাস্থ্য খাত ছাড়িয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো সংরক্ষণে একটি সমন্বিত কৌশলকে অন্তর্ভুক্ত করে।

পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনাটি পররাষ্ট্র দপ্তরের (http://www.state.gov/g/avianflu/91242.htm) ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

==========

*(*ইউএসইনফো যুক্তরাষ্ট্র পররাষ্ট্র দফতরের ব্যুরো অব ইন্টারন্যাশনাল ইনফরমেশন প্রোগ্রাম্‌স-এর একটি প্রকাশনা। এর ওয়েব সাইট ঠিকানা: http://usinfo.state.gov*)

জিআর/ ২০০৭

দ্রষ্টব্য: *এই নিবন্ধের ইংরেজি ভাষ্য 'আমেরিকান সেন্টার'-এ পাওয়া যাবে। যদি আপনি ইংরেজি ভাষ্যটি পেতে আগ্রহী হন, তবে 'আমেরিকান সেন্টার' প্রেস সেকশনে (টেলিফোন: ৮৮৩৭১৫০-৪, ফ্যাক্স: ৯৮৮৫৬৮৮; ই-মেইল:* DhakaPA@state.gov এবং *Website:* *dhaka.usembassy.gov* *এ) যোগাযোগ করুন।*